R. N. No 2532/57 Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অকল্পনীয় ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

এম বি পাম্পসেট
চাষীভাইদের স্বপ্নকে সার্থক করে তোলে।
পরিবেশক :—
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৪শ বর্ষ
৪৮ ও ৪৯শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ, ২৯শে চৈত্র ও ৫ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৮৪ ও ১৩৮৫ সাল।
১২ই ও ১৯শে এপ্রিল, ১৯৭৮ সাল।
নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

জঙ্গিপুর প্রশাসনে কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক, ক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ অফিসারদের ভদ্র ও সৎ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু জঙ্গিপুরের পুলিশ প্রশাসন অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় এবং অভদ্র আচরণ করে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রী সরকারী কর্মীদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে অফিসে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; কিন্তু জঙ্গিপুর মহকুমার সমষ্টি উন্নয়ন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, ভূমি সংস্কার, স্বাস্থ্য, সড়ক প্রভৃতি কার্যালয়ে কর্মীরা যেমন খুশী অফিসে গিয়েও খাতাকলমে নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দিচ্ছেন। দুপুরের পর বেশীর ভাগ চেয়ারই খালি থাকছে। কৃষিমন্ত্রীর নির্দ্দেশ থাকা সত্ত্বেও এখানকার জে এল আর ও অফিস চাষীদের কাছ থেকে ঋণ ও খাজনা আদায়ে জোরজুলুম চালাচ্ছেন এবং ঢালাওভাবে অস্থাবর নোটিশ জারী করে চলেছেন। গ্রামে গ্রামে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তার করে কংগ্রেসী রাজের পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। জঙ্গিপুর মহকুমার বর্তমান অবস্থার এটি একটি বাস্তব প্রতিবেদন। ক্ষমতাসীন সর্ব্ববৃহৎ দলের একজন সক্রিয় কর্মী অবশ্য আমাদের কাছে উল্লিখিত অভিযোগগুলি স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর ভাষায় উপরিলিখিত অভিযোগসহ আমলাদের কয়েকটি গুরুতর স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ পার্টির

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিনা চিকিৎসায় হরিজন শিশুর মৃত্যু প্রতিবাদে হাসপাতাল ঘেরাও

অরঙ্গাবাদ, ১২ এপ্রিল—সুতী থানার কলিতরা গ্রামের বসুমতী রবিদাস তাঁর আড়াই বছর বয়সের অসুস্থ পুত্রকে চিকিৎসার জন্য বহুতালী উপস্বাস্থ্য-কেন্দ্রে নিয়ে আসেন। তিনি অসুস্থ পুত্রকে কোলে করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র কর্মীদের দরজায় দরজায় ঘোরেন, কিন্তু কেউই তাঁর পুত্রের চিকিৎসায় সাহায্য করেননি। ফলে শিশুটির মৃত্যু ঘটে। বিনা চিকিৎসায় এই হরিজন শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। গ্রামবাসীরা উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘেরাও করেন। ১ এপ্রিল সাগরদীঘিতে রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ৫ এপ্রিল জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বহুতালী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে তদন্তে আসেন। জানা যায়, তদন্তের সময় গ্রামবাসীরা চিকিৎসকের কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগে সোচ্চার হন এবং বিনা চিকিৎসায় হরিজন শিশুর মৃত্যুর ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

দুটি দুর্ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮ এপ্রিল সাগরদীঘি থানার বোথারার কাছে জাতীয় সড়কের ধারে বসে থাকা মা ও মেয়ের ওপর বর্ধমানের একটি বাস হুড়মুড় করে পড়লে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু ঘটে। বাসটি বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রাম স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ফরাক্কা বাঁধ দেখিয়ে ফিরছিল। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

১৭ এপ্রিল সুতী থানার আহিরণের কাছে ফীডার ক্যানেল সেতুর পাশে পাথর বোঝাই একটি লরি উল্টে গেলে ৫ জন আরোহী গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁদের জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর একজন মারা যান।

ফরাক্কায় জোড়া ডাকাতি গুলিতে স্বামী-স্ত্রী জখম

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১১ এপ্রিল—ফরাক্কা থানার দুটি গ্রামে পর পর দুই রাত্রে দুটি বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছে। লুণ্ঠিত হয়েছে ২৪ হাজার টাকা। জখম হয়েছেন গুলিতে দু'জন, প্রহারে একজন।

পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, ৬ এপ্রিল রাত্রে ফরাক্কা ব্যারেজ পুরানো রেল কলোনীর রামনাথ সাহার বাড়ীতে ১০/১২ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে নগদ ২২ হাজার টাকা এবং কিছু গহনা লুঠ করে। ডাকাত দলের প্রহারে গৃহস্বামী আহত হন। পুলিশের সন্দেহ ডাকাত দল গঙ্গা পার হয়ে মালদার দিকে পাড়ি জমিয়েছে।

দ্বিতীয় খবরে প্রকাশ, ৭ এপ্রিল রাত্রে ফরাক্কা থানার সীমান্ত গ্রাম নগরীতে হরিপদ মণ্ডলের বাড়ীতে ১৪/১৫ জনের একদল সশস্ত্র ডাকাত ঢোকার চেষ্টা করলে গৃহস্বামীর বাবা

(৪র্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত

ফরাক্কা ব্যারেজ, ১২ এপ্রিল—জঙ্গিপুর ব্যারেজ মাষ্টার রোলে কর্মরত ১০০ কর্মীকে গতকাল ছাঁটাই এর চেষ্টা করা হলে মাষ্টার রোল ইউ-নিয়নের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ফলে ছাঁটাইয়ের চক্রান্ত ব্যর্থ হয় বলে জানা যায়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ৩ এপ্রিল কর্তৃপক্ষ একজন ঠিকাদারকে দিয়ে ব্যারেজে মাটি কাটার কাজ শুরু করলে মাষ্টার রোল ইউনিয়ন বাধা দেন। তাঁরা দাবি করেন, ঠিকাদারের পরিবর্তে ব্যারেজের কাজ তাঁদের দিয়ে করানো হোক। কাজটি সেদিন থেকে বন্ধ আছে।

ফতুল্লাপুরে গুলি

অরঙ্গাবাদ, ১৯ এপ্রিল—গতকাল সুতী থানার ফতুল্লাপুরে আম কুড়ানোর একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে গ্রামের তিনটি বন্দুক থেকে গুলি চালনার ফলে ৮ জন গ্রামবাসী অল্পবিস্তর জখম হন বলে খবর। প্রকাশ, ওই দিন দুপুরের ঝড়ে ঝরে পড়া আম কুড়াতে বাধা দিলে ফতুল্লাপুরের দু'জন লোককে নুরপুরের কয়েকজন লোক প্রহার করে। পরে নুরপুর থেকে সহস্রাধিক গ্রামবাসী ফতুল্লাপুর গ্রামে হানা দেয়। তিনজন গ্রামবাসী তাঁদের বন্দুক থেকে গুলি চালান। পুলিশ সূত্রের খবর, এ বাবদ এখন পর্যন্ত উভয় পক্ষের ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তিনটি বন্দুক সীজ করা হয়েছে। ধৃতদের মধ্যে ফতুল্লাপুর স্কুলের তিনজন শিক্ষক আছেন বলে জানা গেছে।

আপনার গৃহসজ্জায় অনুপম সৌন্দর্য্যের জন্য যুগান্তকারী একটি নাম—
গোদরেজ
আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমরা আপনার ঘরে গোদরেজের আলমারী, রিফ্রেজেটর, চেয়ার-টেবিল নামমাত্র খরচে পৌঁছে দেব ॥
অনুমোদিত পরিবেশক
মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৯শে চৈত্র/৫ই বৈশাখ, ১৩৮৪/'৮৫

পুলিশী ভূমিকায়

গত ২রা এপ্রিল জঙ্গিপুর রেল ষ্টেশনের নিকটস্থ মিঞাপুরে মনোজ গুহের বাড়ীতে ডাকাতদলের আক্রমণ এবং অপরদিকে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা সংক্রান্ত যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে মর্ম্মান্তিক ও দুঃখ-জনক। কোনও স্বাধীন দেশের সরকার আরক্ষা বিভাগের এমন নিশ্চেষ্টতাকে নিশ্চয়ই নিন্দা করিবেন।

সংবাদে জানা যায় যে, ঐ দিন গভীর রাত্রিতে ডাকাতেরা মনোজ গুহের বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। হেঁসো, লাঠি, রামদা প্রভৃতির বারবার আঘাতে মনোজবাবু গুরুতর আহত হন। ডাকাতেরা তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে কিছু সোনা ও টাকা লইয়া চম্পট দেয়। ডাকাতেরা বোমাও ফাটাইয়াছিল; উদ্দেশ্য মনোজবাবুর প্রতিবেশীরা যাহাতে প্রতিরোধে অগ্রসর হইতে না পারেন।

একধারে প্রতিবেশীদের হৈ চৈ, অন্যদিকে আক্রান্তদের আর্তচিৎকার—স্বাভাবিকভাবেই হইয়াছিল, সেই সময় ঘটনাস্থল হইতে ৭০।৮০ গজ দূরে পাঁচজন রাইফেলধারী পুলিশদলের একটি পুলিশ জীপগাড়ী মোতায়েন ছিল। মনোজবাবুর প্রতিবেশীদের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও সশস্ত্র সেই পুলিশবাহিনী দুর্বৃত্ত প্রতিরোধে এবং আক্রান্তদের উদ্ধারে আগাইয়া আসেন নাই বলিয়া প্রকাশ। সশস্ত্র পুলিশদের হাতে যে আগ্নেয়াস্ত্র শোভা পায়,সাধারণ বন্দুক অপেক্ষা তাহার পাল্লা অনেক বেশী এবং এই অস্ত্রধারীরা পরিস্থিতির মোকাবিলায় শিক্ষাপ্রাপ্তও। ডাকাত-দের আক্রমণ, গৃহস্বামীকে বার বার আঘাত, 'বাঁচাও বাঁচাও'-এর আর্ত-চীৎকার এবং ক্রন্দনরোল এবং জনগণের উদ্বেগাকুল অনুনয়-বিনয় একদিকে, অপরদিকে শান্তি-শৃঙ্খলার ধারক-বাহকদিগের স্থাণুবৎ স্থিতি—কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, তাহা সাধারণ বুদ্ধি দিয়া বুঝা যায় না। বস্তুতঃ তাহাই হইয়াছিল। এস ডি পি ও মহাশয় ঘটনাস্থলে আসিয়া নাকি বলিয়াছিলেন যে, উক্ত জীপ গাড়ীটির সশস্ত্র পুলিশদলের রাণীনগর যাইবার কথা ছিল। কিন্তু রাণীনগরের রাস্তা মিঞাপুর বরাবর নহে। সুতরাং ফুলতলা হইতে মিঞাপুর আপ-ডাউন চার মাইল রাস্তার জন্য গৌরী সেনের পেট্রল পুড়িল কোন্ খেয়ালে—তাহা আমাদের জানা নাই। তবু সান্ত্বনা মিলিত যদি আক্রান্ত মনোজবাবু পুলিশী সহায়তা পাইতেন। অথচ এই দুর্বৃত্তদলকে প্রতিরোধ এবং ধরিয়া ফেলা আদৌ কঠিন ছিল না।

এই শহরে কিছুদিন চুরি হইতেছে। নাগরিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য পুলিশী কর্মকুশলতা ও তৎপরতা জনসাধারণ অবশ্যই দাবী করিতে পারেন। প্রকাশ উপরিলিখিত ডাকাতির পরিপ্রেক্ষিতে তিন জনকে নাকি গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। যাহা অকুস্থলে হইতে পারিত এবং যাহা প্রমাণাদির অপেক্ষা রাখিত না, তাহা করা হইল এমনভাবে যাহাতে কর্তব্য পালন দেখান হইল এবং খালাসের সুযোগ রাখা হইল —এইরূপ যদি কেহ মনে করেন, তাহাতে দোষ দেওয়া যায় না। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা ক্ষমার্হ নহে। এই নিষ্ক্রিয়তা শাসকদলের প্রতি জনমনকে তিক্ত করার এক অপকৌশল বলিয়া ধরিলেও দোষ দেওয়া যায় না। কাজেই উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের যে দাবী সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে প্রকৃত রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইবে বোধ হয়।

বিপ্লবীর শোচনীয় মৃত্যু

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী রাধাপদ দুবে গত ১৬ এপ্রিল তাঁর শয়নকক্ষে উদ্‌বন্ধনে আত্মহত্যা করেছেন। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স একাত্তর বছর হয়েছিল।

১৯৩০ সালে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে যাদেরকে সর্ব-প্রথম বেঙ্গল অর্ডিনান্সে গ্রেপ্তার করা হয় রাধাপদ ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। দীর্ঘ নয় বৎসরকাল তিনি কারাগারে এবং অন্তরীণে কাটিয়ে-ছিলেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন। শেষ জীবনে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে-ছিলেন এবং চলৎশক্তি রহিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে দেখা-শুনা করার মত কেউ-ই ছিল না। সরকার তাঁকে তাম্রপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন।

নিরহঙ্কার এবং সর্বত্যাগী এই বিপ্লবীর শোচনীয় মৃত্যুতে সকলে মর্মাহত হয়েছে।

খুন ঃ আক্রোশে, প্রহারে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১৯ এপ্রিল—সামসেরগঞ্জ থানার লস্করপুর গ্রামে ১৮ এপ্রিল আততায়ীর ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ইসরাইল সেখ নামে একজন গ্রামবাসী সাংঘাতিকভাবে জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তির পর দিন তাঁর মৃত্যু ঘটে। হাসপাতাল সূত্রে নিহত ব্যক্তির মৃত্যুকালীন জবানবন্দী থেকে জানা গেছে যে, তিনি জলকরের বলি হয়েছেন। পুরোনো আক্রোশ এই হত্যাকাণ্ডের কারণ বলে প্রকাশ।

দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছে গত ১১ এপ্রিল, সাগরদীঘি থানার মাঠ-খাগড়া গ্রামে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বীরভূম জেলার মুরারই থানার অধীন বিশোর গ্রামের মাদের সেখ ঘটনার দিন রাত্রে সাগরদীঘি থানার মাঠখাগড়া গ্রামে দুলাল সাহার বাড়ীতে চুরি করতে গিয়ে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে ও গণপ্রহারে তার ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

হরিষে বিষাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিয়েবাড়ীতে রান্নার কাজ চলছিল—এক উনুনে ডাল, অন্যটিতে মাংস। যে উনুনে ডাল রান্না হচ্ছিল তার পাশে দশ বছরের একটি মেয়ে দু' বছরের একটি মেয়েকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দু' বছরের মেয়েটি ছটফট করতে শুরু করলে দশ বছরের মেয়েটি তাকে সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। এবং একরকম অপ্রত্যাশিতভাবেই কোলের মেয়েটি ছিটকে পড়ে যায় ফুটন্ত ডালের কড়াইয়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাকে তেঘরি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। সেখানে দুটি ইনজেকসন দিয়ে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসার পথে তার মৃত্যু ঘটে। ঘটনাটি ঘটেছে ১১ এপ্রিল, রঘুনাথগঞ্জ থানার বাহুরা গ্রামে। মেয়েটির মর্মান্তিক মৃত্যুতে বিয়েবাড়ীতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

পরীক্ষা সম্পন্ন নির্বিঘ্নে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমার ছটি কেন্দ্রে লিখিত মাধ্যমিক পরীক্ষা গতকাল শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। ৪ এপ্রিল থেকে এই পরীক্ষা শুরু হয়েছিল। সব কটি কেন্দ্রে শান্তি অব্যাহত রাখার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল।

জঙ্গিপুরের সম্ভাবনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : রাজ্যের কিছু কিছু সাব-ট্রেজারীকে ট্রেজারীতে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সুবাদে জঙ্গিপুর সাব-ট্রেজারীটি ট্রেজারীতে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এবং সেই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্য রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে দু' জন অফিসার সম্প্রতি জঙ্গিপুর সাব-ট্রেজারী পরিদর্শন করে গিয়েছেন। খবরটি সরকারী সূত্রের।

কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ

বিশেষ প্রতিনিধি : সুতী এক নম্বর ব্লকের আহিরণ রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে জাতীয় সড়ক পর্যন্ত সংযোগ রক্ষাকারী সড়কের পাশে ডুবে থাকা জমিতে বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আড়াই লক্ষ টাকার একটি মোটেল প্রকল্প (হোটেল-কাম-পারক) জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের অফিস থেকে সরকারী অনুমোদনের জন্য মুর্শিদাবাদের জেলা শাসকের অফিসে পাঠানো হয়েছে। প্রকল্পের উদ্যোক্তা জেলা শাসক স্বয়ং তাঁকে সাহায্য করেছেন জঙ্গিপুরের সেকেণ্ড অফিসার। মোটেল প্রকল্প রূপায়িত হবে এইভাবে : ডোবা জমিতে দোতালা বাড়ী তৈরী করা হবে। নীচের তলায় থাকবে গাড়ী পারকের ব্যবস্থা, রেষ্টু-রেণ্ট এবং কর্মচারীদের থাকার ব্যবস্থা। দোতালায় থাকবে ৪টি স্যুইট। প্রতিটি সুইটে একটি করে আদর্শ পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারবেন। বিকেলের পড়ন্ত রোদে আবাসিকরা স্যুইট থেকে রাজমহল পাহাড়ের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হবেন। পর্যটক নিবাস থেকে এখানে থাকা-খাওয়ার খরচ কম পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সমবায় ভিত্তিতে এটি গড়ে তোলা হবে। সে জন্য রঘুনাথগঞ্জ ১, সুতী ১ ও ২নং ব্লকের বি ডি ও-দের কাছ থেকে ৫ জন করে বিশ্বস্ত বেকার যুবকের নাম চেয়ে পাঠানো হয়েছে।

সংস্কৃতি-সাহিত্য সম্মেলন

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বর্তিকা'র উদ্যোগে ২৭ ও ২৮ মে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ জেলা সংস্কৃতি সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে লেখা, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার জন্য নাম ও লেখা জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ধার্য হয়েছে ৭ মে, ১৯৭৮।

উৎসব অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ/সত্যনারায়ণ ভকত

মনিগ্রামের বাসন্তী মেলা

সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম অতি প্রাচীন গ্রাম। ঐতিহ্যবাহী এই গ্রামের খ্যাতি বহুদিনের। প্রাচীন কালে এখানে গর্গ নামে এক মুনি বাস করতেন। তাঁর নামানুসারে গ্রামের নাম হয় মুনিগ্রাম। সেই মুনিগ্রাম বর্তমানে মনিগ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। গ্রামের দক্ষিণে এখনও গর্গ মুনির ঢিবি বর্তমান। এই গ্রামেই বাসন্তী পূজোর সময় মেলা বসে। মেলাটি মনিগ্রামের বাসন্তী মেলা নামে খ্যাত।

প্রতিটি উৎসবের পেছনে কোন না কোন কিংবদন্তী থাকে। সেই সমস্ত কিংবদন্তী এমন উপাদানে পরিপূর্ণ থাকে যে, মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনে সেগুলি চুম্বকের মত কাজ করে। সেই রকমই এক কিংবদন্তী আছে মনিগ্রামের বাসন্তী উৎসবের পেছনে। যার আকর্ষণে উৎসবের সময় মেলা বসে, ঘটে ভক্ত সমাবেশ।

শোনা যায়, একবার মনিগ্রামে ওলাওঠা রোগ দেখা দেয় মহামারী রূপে। বাসন্তী দেবী স্বপ্নাদেশ দেন, তাঁর মূর্তি তৈরী করে পূজো দিলে গ্রামে শান্তি ফিরে আসবে। সেই থেকে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লা তিথিতে পাঁচ দিন (৬ষ্ঠী থেকে ১০মী) গ্রামে বাসন্তী পূজোর পত্তন হয়। এই উপলক্ষে বিরাট মেলা বসে। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলে এই মেলা উপভোগ করেন। অনুমান করা হয় গর্গ মুনির আমল অথবা তার আগে থেকে এখানে বাসন্তী পূজো ও উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। আগে পাঁচ দিন ধরে মেলায় যাত্রা, ঝুমুর, আলকাপ ও কবিগান হত। এখন হয় পঞ্চরস (আলকাপের পরিবর্তিত রূপ)। রকমারী মিষ্টি, মনোহারী, আসবাবপত্র এবং চাষ ও বাড়ীর কাজে ব্যবহৃত নানা সামগ্রীর দোকান বসে। নাগরদোলাও মেলার একটি আকর্ষণ। এ ছাড়াও পুতুল নাচিয়ের দল পৌরাণিক, ধর্মমূলক ও সামাজিক নাটক দেখিয়ে দর্শকদের মন তুষ্ট করে।

বাসন্তী মেলায় নবমীর দিন রাত্রে সর্বাধিক লোক সমাগম হয়। কথিত আছে মেলাতে কিচনী বা উপদেবতা আসে। উত্তর দিক থেকে গ্রামে ঢুকতে রাস্তার বাম পাশে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ বর্তমান। নবমীর রাতে নাকি দেখা যায় একটি ছেলের সঙ্গে এক বৃদ্ধাকে। ছেলেটি ক্রমাগত কাঁদে, বৃদ্ধা কিছুতেই তাকে চুপ করাতে পারে না। পথচারীদের উদ্দেশ্য করে তখন বৃদ্ধা নাকি বলে, "ওগো মেলাতে ঢুকে বোলো তো আগে গুড্ডা পেছে পা, ছেলে কাঁদছে বাড়ী যা।" পথচারীরা এসে মেলাতে ওই কথা বলা মাত্র এক সুন্দরী রমণীকে দেখা যায় দ্রুত মেলা থেকে বেরিয়ে যেতে। অনেকে নাকি এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন। লোকের বিশ্বাস তার জন্যই নাকি মেলার সমস্ত খাবার জিনিস নিঃশেষে বিক্রী হয়ে যায়।

শীতলাতলার মেলা

বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবারের আগের শনিবার রঘুনাথগঞ্জ থানার মিরজাপুর গ্রামের উপকণ্ঠে বাছুরাইল গ্রামে শীতলাতলায় শীতলা মার পূজো উপলক্ষে প্রত্যেক বছর মেলা ও উৎসব সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। উৎসবের সূচনা হয় শনিবার ২৪ প্রহর নাম সংকীর্তন দিয়ে। চার দিনের এই উৎসবের চতুর্থ দিবসে হয় ধূলোট এবং মহোৎসব। মঙ্গলবার হয় মায়ের পূজো। এই দিনে লোক ভেঙে পড়ে। বসন্ত রোগ নিরাময় থেকে প্রজনন—যাবতীয় মনস্কামনার সিদ্ধ পীঠস্থান বলে কথিত এই শীতলা-মা-তলা। মঙ্গলবার সকালে মায়ের পূজো হয় এক বার। পরে সংকল্প নিয়ে হয়। তেল সিঁদুর থেকে শুরু করে ফলমূল যাবতীয় উপকরণ লাগে পূজোয়। গুড়ের পেটালি পূজোর মূল প্রসাদ। মায়ের মূর্তি পাথরের। নিরাকার শায়িত অবস্থায় স্থাপিত এই মূর্তির চোখ, মুখ, নাক, কান নাই—আছে শুধু নাভীকুণ্ড। গোটা মূর্তিটাই সিঁদুরের প্রলেপে ঢাকা। মূল পীঠস্থানের পাশে নাটমঞ্চ এবং বিশ্রামাগার। জানা যায়, বসন্ত রোগ নিরাময়ের আশায় মুসলমানরাও মানত করেন এবং পূজোর দিন সিন্নি দেন।

পীঠস্থানের পাশে একটি পুকুর আছে। কথিত আছে, কয়েক শতাব্দী আগে এই পুকুর থেকে সাত অপ্সরী অথবা অশরীরী বা উপদেবতা গভীর রাত্রে উঠে গাছতলায় বসতো। একবার কোন এক রাত্রে তারা যথারীতি পুকুর থেকে উঠে গাছতলার দিকে যাচ্ছিল। এমন সময় বাছুরাইল গ্রামের একজন লোক ঘটনাচক্রে তাদের দেখে ফেলে। তাকে দেখা-মাত্র ছয় অপ্সরী পুকুরের জলে ডুব দেয়। একজন অপ্সরী গাছতলাতেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে এবং পাথরে পরিণত হয়। বর্তমান শীতলা মা সেই পাথরের মূর্তি। বহুকাল ধরে সেই পাথরের মূর্তি অবহেলায় ও অযত্নে গাছতলাতেই পড়ে ছিল। কেউ কেউ হয়তো মাঝে মধ্যে শিবজ্ঞানে তেল-সিঁদুর মাখিয়ে পূজো করত। একবার গ্রামে বসন্তের প্রকোপ দেখা দিলে গ্রামবাসীরা মানত করেন এবং পূজো দিয়ে ফল লাভ করেন। সেই থেকে পাথরটি শীতলা মা নামে পরিচিতি লাভ করে। সেই গাছটি এখনও আছে। কেউ সেই গাছে ওঠে না, ডাল কাটে না। ভক্তদের বিশ্বাস শ্রদ্ধাভরে মানত এবং পূজো করলে মায়ের কৃপা বর্ষিত হয়।

শোনা যায়, একবার অনাবৃষ্টির সময় জলের জন্য কোন এক ব্রাহ্মণ মায়ের পূজো করাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নাকি বৃষ্টি হয়েছিল। সেই থেকে এখনও ঘটার সময় কীর্তন ও ষোড়শ উপাচারে পূজো করা হয় এবং পেকুড় পাতায় বেলের কাঁটা দিয়ে লক্ষ বার 'রাম রাম হরে হরে' লিখে ফুলের সঙ্গে পুষ্পাঞ্জলির মত মায়ের গায়ে ছুঁড়ে দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় বৃষ্টির জন্য পূজো করার সময়ই বৃষ্টি হয়, আবার কোন বার পূজো দিয়ে ফেরার পথে বৃষ্টি নামে। প্রত্যেক বছর বৈশাখ মাসের প্রাত্যহিক নাম সংকীর্তন গ্রাম পরিক্রমার সময় শীতলা-মা-তলায় যায়।

পুরো উৎসব চলে দক্ষিণা এবং চাঁদার টাকায়। দক্ষিণার টাকায় কীর্তনের জন্য নাটমঞ্চ এবং বিশ্রামাগার তৈরী করা হয়েছে। পীঠস্থানের পাশে মেলা বসে বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার। ট্রেণ, বাস, গরুগাড়ী এবং পায়ে হেঁটে ভক্তের দল আসেন কাতারে কাতারে। জনসমাগমের মধ্যে মেয়েদের ভিড়ই হয় বেশী। শীতলা মা খুব জাগ্রত দেবতা বলে ভক্তদের বিশ্বাস। এবং সেই বিশ্বাসের জোরে ভয়ে হোক বা ভক্তিতেই হোক কিংবদন্তীর হাত ধরে শীতলা-মা-তলার উৎসব ভীষণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

সাগরদীঘি, ১২ এপ্রিল—গত বুধবার সাগরদীঘির পোপাড়া গ্রামে নাজেম আলি ও একরাম মোল্লার খড়ের বাড়ীতে আকস্মিক এক অগ্নি-কাণ্ডের ফলে বাড়ী দুটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। বহরমপুর থেকে দমকলবাহিনী এসে দক্ষতার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়া আগুন আয়ত্বে আনে।

বিকো

ইলেকট্রিক মোটর ও
মোটর পাম্পসেট

ডিলার : ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর

বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ

Phone :- Farakka 24

ডাঃ এস, এ, তালেব

ডি এম এস

পোঃ ফরাক্কা ব্যারেজ, মুর্শিদাবাদ।
হোমিওপ্যাথি মতে যাবতীয় পুরাতন রোগের চিকিৎসা করা হয়।

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি

বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী

পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

ক্যালকাটা সাইকেল ষ্টোর

(জগন্নাথের সাইকেলের দোকান)
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস বিক্রয় ও মেরামতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

কথায় ও কাজে

নিজস্ব সংবাদদাতা : আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষে সাগরদীঘি থানার মনিগ্রামে সি পি এম দলের এক পথসভায় স্থানীয় এক কমরেড তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠে প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে অপ্রিয় ও অশালীন মন্তব্য করেন। সেখানে ঘটনাচক্রে উপস্থিত দু'জন সাংবাদিক কমরেডের কাজ থেকে তাঁর লিখিত ভাষণটির একটি কপি চাইলে কিছুক্ষণ পর সাংবাদিকদের হাতে একটি কপি তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা গেল মোরারজী দেশাই সম্পর্কে ঐ অশালীন মন্তব্যটি কেটে দেওয়া হয়েছে। কমরেডের কথায় ও কাজের এই ফারাকে সাংবাদিকরা বিস্মিত হন।

যাত্রা উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১২ এপ্রিল—জঙ্গিপুর মহকুমা তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত চার দিন-ব্যাপী যাত্রা উৎসব গতকাল শেষ হয়েছে। এস ডি ও রিক্রিয়েসন ক্লাব মঞ্চে এই উৎসব শুরু হয় ৮ এপ্রিল থেকে। ওই দিন ঘোড়াইপাড়া পল্লী যুবক সংঘ (ফরাক্কা) 'কে এই বেইমান' যাত্রাটি মঞ্চস্থ করেন। ৯ এপ্রিল সর্বেশ্বরপুর বাণী পাঠাগার (সুতী) 'জনতার রায়' ১০ এপ্রিল বাড়ালা নেতাজী সংঘ (রঘুনাথগঞ্জ) 'কাচের স্বর্গ' এবং ১১ এপ্রিল দোহালী মিলন সংঘ (সাগরদীঘি) 'মা, মাটি ও মানুষ' পালা পরিবেশন করেন। প্রতিদিন সহস্রাধিক দর্শক উপস্থিত থেকে পালাগুলি উপভোগ করেন এবং উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন।

কথায় ও কাজে বিস্তর ফারাক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। কিন্তু এখনও কোনরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি।

জনসাধারণের অভিযোগ, পার্টির অন্যতম নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত শতকরা ৯০ ভাগ পুলিশ অফিসারকে দুর্নীতি-গ্রস্ত বলে মনে করা সত্ত্বেও স্বীয় দলের সরকারী কর্ণধার জ্যোতিবাবু জন-গণের কাছ থেকে পাওয়া অভিযোগ-গুলির তদন্তের ভার পুলিশের ওপরই অর্পণ করছেন। তাঁদের অভিযোগ, দুর্নীতি কমার নামে দুর্নীতি দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে, চাঁদা আদায়ে জোর জুলুম চলছে, সাংবাদিক কাঞ্চনা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বাম পুঙ্গবরা তার প্রতিবাদে কণ্ঠ সোচ্চার করছেন না, থানায় থানায় গিয়ে পার্টির কর্মীরা প্রভাব বিস্তার করছেন, পুলিশের চোখের সামনে ডাকাতি হচ্ছে জেনেও ক্ষমতা-শীন কোন দলের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ চোখে পড়ছে না ইত্যাদি ইত্যাদি। জঙ্গিপুর মহকুমায় সরকারের উচ্চতম বিভাগের নির্দ্দেশ কার্যকর না হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছে।

ফরাক্কায় জোড়া ডাকাতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করেন। ডাকাতরা তাঁকে লক্ষ্য করে এক রাউণ্ড গুলি চালায়। ফলে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জখম হন। ডাকাতরা বাড়ী থেকে নগদে এবং গহনায় দু'হাজার টাকা নিয়ে পালায়। আহতদের মালদা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের কোন খবর নাই। তবে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে।

ডাকাতিতে সাগরদীঘি আবার শীর্ষে

বিশেষ প্রতিনিধি, ১২ এপ্রিল—১৯৭৭ সালে সাগরদীঘি থানা ডাকাতিতে আবার শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। জঙ্গিপুর মহকুমার মধ্যে এই থানাটি এই নিয়ে পর পর তিন বছর এই সম্মান লাভ করল। পুলিশী পরিসংখ্যান বলছে : ১৯৭৭ সালে মহকুমায় ডাকাতি হয়েছে ১৩টি—ফরাক্কা ও সামসেরগঞ্জে ১টি করে, সুতীতে ৩টি, রঘুনাথগঞ্জে ২টি এবং সাগরদীঘিতে ৬টি। ওই বছর খুন হয়েছে ১৯টি—সুতী ও ফরাক্কায় ৫টি করে, সামসেরগঞ্জে ৪টি, রঘুনাথগঞ্জে ৩টি এবং সাগরদীঘিতে ২টি। এই সংখ্যা আগের দু'বছরের চেয়ে অনেক বেশী। ১৯৭৭ সালে খুনে ফরাক্কা ও সুতী যুগ্মভাবে প্রথম স্থান লাভ করেছে। তবে ফরাক্কায় ট্রাক কাটার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৭৮ সালের মার্চে একটিও ট্রাক কাটার ঘটনা ঘটেনি। মহকুমায় তুলনামূলকভাবে বিগত তিন বছরের খুন-খারাপির খতিয়ান লক্ষণীয় :—

	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭
খুন	১৪	১০	১৯
ডাকাতি	৫	৬	১৩
রাহাজানি	৩	১	১৩
সিঁদকাটা	৪৬	৩৩	৫৪
চুরি	৩৪৬	২৫৬	২১৭
দাঙ্গা	১৬৮	১৯৯	১৬২

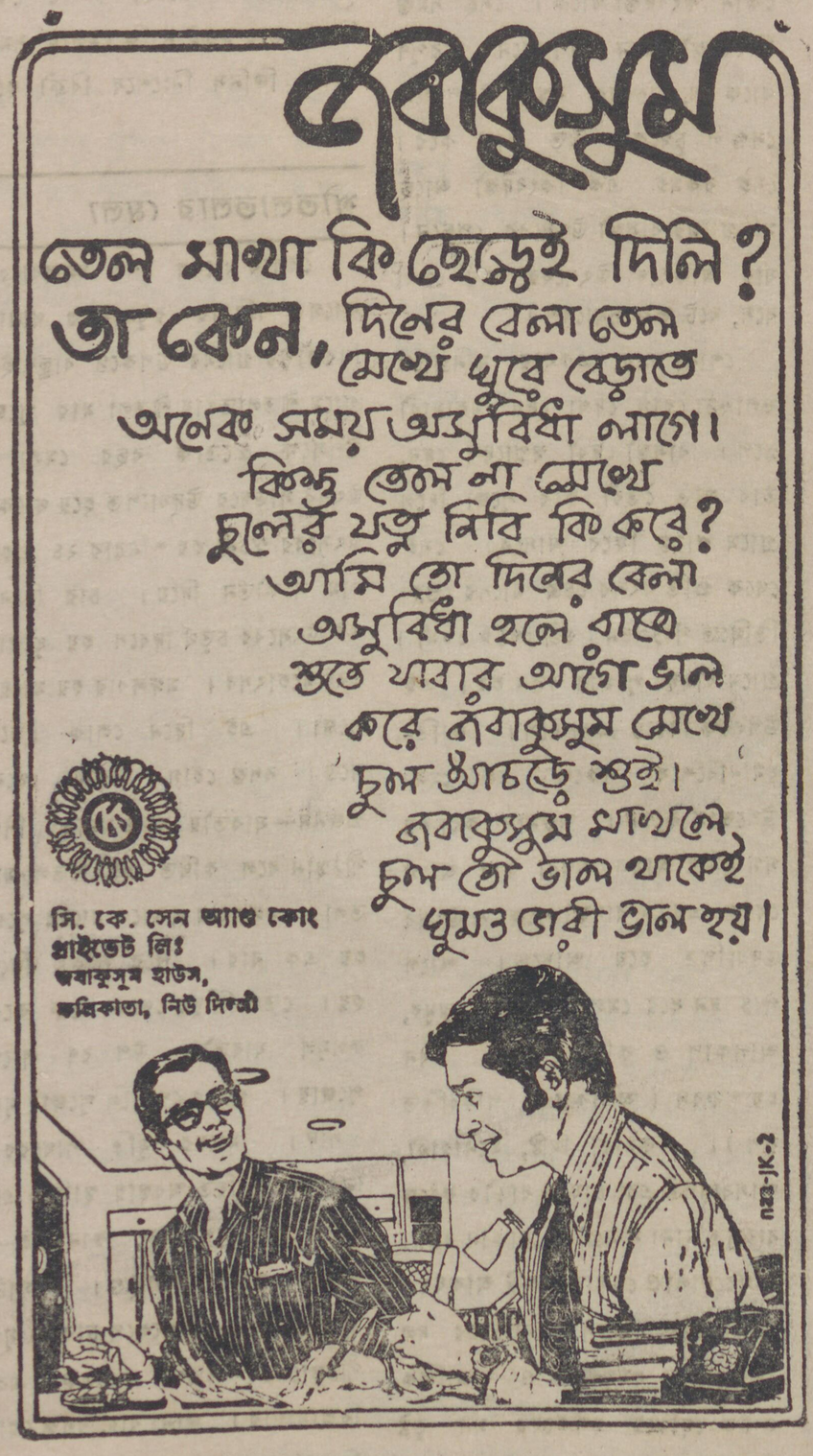

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।